নাম: মো: সাকিব হাসান

জন্ম তারিখ: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০২

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৮ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ছাত্র,
শাহাদাতের স্থান : যাত্রাবাড়ি কুতুবখালি পকেটগেট

শহীদের জীবনী

শহীদ মো: সাকিব হাসান ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ি থানার ৬৩ নং ওয়ার্ডে জন্মগ্রহণ করেন।পিতার নাম মো: মর্তুজা আলম, মাতার নাম পারভিন বেগম।সাকিব পেশায় একজন ছাত্র ছিলেন।তিনি দনিয়া কলেজে ডিগ্রী প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন।অভাবের কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ফার্মেসিতে চাকুরি করতেন।অসুস্থ পিতা- মাতা এবং ভাইয়ের জীবনে তিনি যেন ছিলেন আশার আলো ও সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৮ জুলাই, ২০২৪ ।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জন্য অন্যতম স্মরণীয় একটি দিন।এদিন অনেক ছাত্র-জনতা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়।কোটা পদ্ধতি ফিরিয়ে আনায় মেধাবী ছাত্ররা প্রতিবাদী হয়ে উঠে।তাদের সাথে যোগ দেয় দেশের অগণিত জনতা।শুরুতে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেত।ছাত্ররাও এটাই চেয়েছিল।কোন প্রয়োজন ছিলোনা এতোগুলো ছাত্র-জনতাকে হত্যা করার।শেখ হাসিনা অহংকারী, মস্তিস্ক বিকৃত ও প্রতিহিংসা পরায়ন এক নারী।তিনি নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবতেন।তার সামান্য সমালোচনাও বরদাস্ত করতে পারতেন না।হাসিনার ইচ্ছা ছিল অযোগ্য, অদক্ষ, সন্ত্রাসী, চাটুকার, দূর্নীতিবাজ, ধর্ষকদের দল হিসেবে খ্যাত টোকাই লীগ নামক ছাত্রলীগকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে সমস্ত সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করে নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী রুপ দেয়া।তার বাবা শেখ মুজিব যিনি দেশের ইতিহাসে লুটপাট ও দূর্নীতির কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন তিনিও চেয়েছিলেন ক্ষমতায় চিরস্থায়ী থাকতে।সাকিব বুঝতে পেরেছিলেন তার আওয়ামী লীগ দেশে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করলে তার মতো সাধারণ ছাত্ররা কখনো মেধার স্বীকৃতি পাবেনা।আপন জন্মভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বসবাস করতে হবে।অপরদিকে আওয়ামী লীগের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রী-এমপি এমনকি ইউনিয়নের নেতারা পর্যন্ত দেশের অর্থ লুটপাট করে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি-সম্পদ গড়ায় সাকিবের মতো ছাত্ররা ছিল ক্ষুব্ধ।এদেশে কখনো নেতাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে কিংবা অধিকার আদায়ের দাবী তুললে তাদের জামায়াত-শিবির ও জঙ্গী আখ্যা দিয়ে আটক, জেল, গুম, খুন, সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নানামূখী নির্যাতন করা হতো।সাধারণ মানুষ ভয়ে নিজ নিজ ফেইসবুক আইডি থেকেও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের প্রতিবাদের পরিবর্তে তোষামোদ করতে হতো।১৮ জুলাই ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে টোকাই লীগ ও পুলিশের নির্মমভাবে হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে।দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিবেকবান ছাত্ররা সমর্থন দিয়ে রাজপথে উপস্থিত হয়।সাকিব সচেতন ও বিবেকবান মেধাবী ছাত্র।১৮ জুলাই ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকার কুতুবখালি পকেটগেট আন্দোলনে যোগ দেন সাকিব।হাসিনা তার বাহিনীকে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমে আগের চেয়েও আরো কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে আদেশ দেয়।ছাত্ররা রাজপথে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল।সারাদেশ ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান নেয়।যাত্রাবাড়ি এলাকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।যাত্রাবাড়ি থানার পুলিশ আওয়ামী লীগের অনুগত বাহিনী ছিল।এরা শেখ হাসিনাকে খুশি করতে মানুষের উপরে বিভিন্ন নির্যাতন চালাতো। এদিনেও এই বাহিনী আক্রমণাত্মক আচরণ শুরু করে।লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, ছররা গুলি ছুড়ে ছাত্রদের রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা করে।এসময় হঠাৎ অতি উতসায়ী পুলিশের এলোপাথাড়ি ছোড়া একটি গুলি সাকিবের মাথার পেছনে এসে লাগে।মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।উপস্থিত জনগণ তাকে ইউনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।পরদিন ১৯শে জুলাই সকালে তার জানাজার নামাজ আদায় করা হয় এবং তাকে কাজলার পাড় কবরস্থানে দাফন করা হয়।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ সাকিব হাসানের বাবা বর্তমানে অসুস্থ হওয়ায় কোন কাজ করেননা, তার মা একজন গৃহিণী।সাকিবের ভাই মেহেদী হাসান স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইন্জিনিয়ারিং এ বিএসসি করছেন।সাকিব পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যের ফার্মেসিতে বসতেন।সাকিবের মৃত্যুতে তার পরিবার তাদের কর্মক্ষম ব্যাক্তিকে হারালো।

সাকিবের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস তাদের বাড়িভাড়া।ভাড়া থেকে মোটামুটি ৫০ হাজার টাকার মত আয় হয়।কিন্তু তাও তাদের পরিবারের চলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, একেতো তার বাবার অসুস্থতার খরচ, আবার ভাই এর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ যোগানো এই টাকায় কঠিন হয়ে পড়ে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

পুরো নাম : মো: সাকিব হাসান
পেশা : ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা : ইউনিয়ন : ৬৩নং ওয়ার্ড, থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ইউনিয়ন : ৬৩নং ওয়ার্ড, থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম : মো: মর্তুজা আলম
মাতার নাম : পারভিন বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৩ জন

ঘটনার স্থান : যাত্রাবাড়ি কুতুবখালি পকেটগেট
আক্রমনকারী : পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল : তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪ সময়: রাত ৯:০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান : ১৮/০৭/২৪
শহীদের কবরের অবস্থান : কাজলার পাড় কবরস্থান